নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৮, পৃঃ ১১১-১২৪
© ২০১৩ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নারীর স্বর উন্মোচনে নারীবাদী পদ্ধতিমালা ও এথনোগ্রাফী রচনার গুরুত্ব

শাহীনা পারভীন*

১. ভূমিকা

নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা বা সমাজে নারীর অধঃস্তনতা মুছে দিতে নারীবাদী আন্দোলন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। নারীবাদীদের আন্দোলনের পদ্ধতি কি হতে পারে, কিভাবে নারীর জন্য এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে, তা নিয়ে তারা নানাবিধ যুক্তিতর্কের বলয়ে আর্বতিত হয়েছেন। অনেকে যুক্তি দিয়েছেন, সমাজ বিজ্ঞানে বিদ্যমান পদ্ধতি নারীবাদীদের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে । কিন্তু অনেকেই বিপরীতভাবে বলেছেন, সমাজ বিজ্ঞানীরা নারী পুরুষ ও তাদের সামাজিক সম্পর্ক যেভাবে বিশ্লেষণ করে, তা অনেকক্ষেত্রে সমস্যাজনক। কারণ সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে নানাবিধ পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাদের পদ্ধতি, পদ্ধতিমালা, দর্শন এগুলো একই সুতোয় গাঁথা। তাই নারীর জন্য আলাদা পদ্ধতিমালা প্রয়োজন। যে পদ্ধতিমালা শুধু সমাজবিজ্ঞানীদের প্রনিত পদ্ধতিমালার পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাবকে মোকাবেলা করবে না, নারীর সক্ষমতা, নারীর স্বরও তুলে ধরতে সক্ষম হবে। নারীবাদীরা অনেকে মনে করেন, গবেষণার মাধ্যমে নারীর কাছে যেয়ে নারীর স্বর উন্মোচন করা জরুরী। তাহলে প্রশ্ন হলো কোন গ্রাউন্ড এ দাড়িয়ে একজন নারীবাদী নিজেকে গবেষক হিসেবে দাবী করতে পারেন? (Harding, 1987)। নারীবাদীরা নারীর স্বরকে গুরুত্ব দিয়ে যে গবেষণা রচনা করেছেন, সেগুলো কিভাবে ও কতটুকু নারীর স্বর ধারণ,করে? নারীবাদী এই কাজগুলো প্রথাগত সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণার বলয়েই ঘুরপাক খায় নাকি নারীর জন্য, নারীর স্বর তুলে ধরার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে? এমন পরিসরে অনেক নারীবাদী মনে করেন, নৃবিজ্ঞানীরা যেভাবে এথনোগ্রাফী রচনার মাধ্যমে কোন সমাজের জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন পদ্ধতি তুলে আনেন, নারীবাদীরাও এথনোগ্রাফী রচনার মাধ্যমে নারীর কাছে যেয়ে তাদের স্বর শুনতে এবং তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারেন। তাদের মতে, এথনোগ্রাফী পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর মাধ্যমে কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজের মানুষের লজিক তুলে ধরা হয়। যেখানে গবেষিত জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এই ধারা অনুসরন করে অনেকে নারীর স্বর তুলে ধরতে নারীবাদী এথনোগ্রাফী রচনা করেছেন।

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইলঃ shahinamoni@yahoo.com

কিন্তু অনেকের মতে, খোদ এথনোগ্রাফী নিয়ে ৮০ দশকের পর থেকে অনেক সমালোচনা রয়েছে। যেমনঃ কোন একটি জনগোষ্ঠীকে যেভাবে এথনোগ্রাফীর মাধ্যমে পরিবেশন করা হয় সেটি কতটা সমস্যামুক্ত? যেখানে পরিবেশনকারী ও পরিবেশিত মানুষজনের মধ্যে অসম সর্ম্পক রয়েছে। এহেন সমস্যাদুষ্ট একটি পদ্ধতি কিভাবে নারীর বয়ান তুলে ধরতে সক্ষম? নারীকে প্রথাগত গবেষণায় যেভাবে একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে, সেই প্রাকি নারীকে কি তার মতো করে উপস্থাপন করা হয়? তার বয়ানকে গুরুত্ব দেয়া হয়? এই ধরনের সংশয় ও সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ মনে করেন নারীবাদী এথনোগ্রাফী রচনা নারীর জন্য সহায়ক, অন্যদিকে অনেকে এটিকে খারিজ করেন। অর্থাৎ এই প্রশ্নসমুহ নিয়ে খোদ নারীবাদী তত্ত্ব ও রাজনীতির মাঝেই নানাবিধ বির্তক রয়েছে । এই লেখায় এই বিষয়সমুহের উপর আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। লেখাটি মূলত দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমে নারীর জন্য কি ধরনের পদ্ধতি প্রয়োজন বা পদ্ধতিমালা কি হতে পারে, তা নিয়ে নারীবাদীদের নানা মতামত তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে অনেকে নারীবাদী এথনোগ্রাফী রচনা নারীর বয়ান তুলে ধরবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বলে মনে করেন। লেখার পরবর্তী অংশে এই এথনোগ্রাফীক পদ্ধতি কিভাবে নারীর স্বর ধারণ করে, নারীবাদী এথনোগাফারা এই পদ্ধতি প্রয়োগের ঝুঁকি বা সুবিধাসমুহ কিভাবে ব্যক্ত করেন, এই বিষয়সমুহ মূলত তুলে ধরা হয়েছে।

২. নারীবাদী পদ্ধতির খোঁজে

নারীর জন্য কি ধরনের পদ্ধতিমালা প্রয়োজন তা নিয়ে বিভিন্নজনের রয়েছে বিভিন্ন মত। কেউ বলেন, নারীদের জন্য প্রয়োজন পুরোপুরি আলাদা তত্ত্ব ও আলাদা পদ্ধতি। কেউ যুক্তি দেখান বিদ্যমান পদ্ধতিই নারীর স্বর তুলে ধরতে সক্ষম, তবে সেক্ষেত্রে সামান্য সংযোজন ও বিয়োজন করতে হবে। নারীর স্বরকে, নারীর প্রেক্ষিতকে যুক্ত করতে হবে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশী যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয়, তা হলো, নারীবাদীদের জন্য কি কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব রয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া বেশ কঠিন বলে অনেকে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে সান্ড্রা হার্ডিং নারীর জন্য আলাদা কোন পদ্ধতি থাকার বিপক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেন ও সেই সাপেক্ষেই যুক্তি দেখান। তিনি নারীর জন্য কোন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োজন সেই ধরনের চার মাঝে আবিষ্ট হতে চান না। কারণ তিনি পদ্ধতি নিয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার প্রেক্ষিতকে একটি ভিন্ন বিষয় মনে করেন। এইক্ষেত্রে তিনি পদ্ধতি, পদ্ধতিমালা ও জ্ঞানতত্ত্ব এই ধরনের বিষয়সমুহের জট খুলতে চান। পদ্ধতি, পদ্ধতিমালার মধ্যে পার্থক্য কি এই ধরনের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়াও বেশ কঠিন। পদ্ধতি হলো উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল, অন্যদিকে পদ্ধতিমালা হলো একটি গবেষণা কিভাবে এগুনো উচিত তার তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ। এগুলো একটি অপরিটির সাথে ও জ্ঞানতত্ত্বের সাথে যুক্ত। এটি নারীবাদী ও প্রথাগত উভয় ডিসকোর্সের জন্যই প্রযোজ্য। এগুলো জটিল তাই এর উপাদানসমুহ আলাদা করে বাছাই করতে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় বুঝাতেই মেথড বা পদ্ধতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাহলে নারীবাদী পদ্ধতি বলতে কি বোঝা যেতে পারে।

হার্ডিং এর মতে, গবেষণা পদ্ধতি হলো উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল। সকল তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি সাধারণত তিনটি ক্যাটাগরির মাঝে একটি কে অনুসরণ করে এগোয়। যেমন এক হলো: তথ্যদাতাদের কথা শোনা, দুই: তাদের জীবন যাপন পর্যবেক্ষণ করা ও তিন: ঐতিহাসিক নথি পরীক্ষণ করা। এইক্ষেত্রে নারীবাদীগণ প্রথাগত এন্ড্রোসেনট্রিক গবেষকদের মতো এই তিনটি পদ্ধতিই ব্যবহার করতে পারবেন। সমাজে নারীরা তাদের নিজের ও পুরুষের জীবনকে কিভাবে দেখে সেগুলো খুব যত্নসহকারে শোনা প্রয়োজন বলে হার্ডিং মনে করেন। এরপর তারা প্রথাগত গবেষকরা কিভাবে নারীর জীবন ও পুরুষের জীবন সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সে ব্যাপারে তুলনা করবেন। নারীবাদীরা শুধু শুনবেনই না বরং নারী ও পুরুষের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করবেন, যা কিনা প্রথাগত সামাজিক বিজ্ঞানীদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। নারীবাদীরা পরিচিত এই পদ্ধতিসমুহকে নিউ ফেমিনিস্ট রিসার্চ মেথড বা নতুন নারীবাদী গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে প্রত্যয়ণ করতে পারে। সমাজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পদ্ধতি প্রত্যয়নকেও নারীবাদীরা সমস্যাজনক মনে করেন। যেমন সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন, মেথড অব ইনকুয়ারী বা অনুসন্ধানের পদ্ধতি, অন্যদিকে দার্শনিকরা যে শব্দ ব্যবহার করে সেটি হলো মেথড অব সায়েন্স বা বিজ্ঞানের পদ্ধতি অথবা সায়েন্টিফিক মেথড বা বিজ্ঞানের পদ্ধতি । সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এই ধরনের প্রত্যয়নের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে যেভাবে নিরীহ চেহারা দেয়, সেটি নারীবাদীরা সমালোচনা করেন । নারীবাদীরা মনে করেন, বিজ্ঞান পুরুষের ক্ষমতার সাথে যুক্ত। তারা বিজ্ঞানের পুরুষালী চেহারা উন্মোচন করেন। বিজ্ঞানের যে স্বর তাহলো পুরুষের স্বর। অন্যদিকে মেথডোলজি হলো গবেষণা কিভাবে এগুবো বা সম্পন্ন হবে সেটির তত্ত্ব ও বিশ্লেষণকে ধারণ করে।

হার্ডিং বলেন, পূর্বের যে তত্ত্ব রয়েছে সেগুলো নারীবাদীরা ব্যবহার করতে পারে। পূর্বের লেখাসমুহে যেখানে নারীর অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি, সেখানে নারীবাদীরা পূর্বের তত্ত্বের নারীবাদী ভার্সন বা তরজমা বের করতে পারে। যেমন নারীর গৃহ ও মজুরী শ্রমিক হিসেবে প্রতিনিয়ন শোষিত হওয়ার পেছনের কারণসমুহকে তুলে ধরবার জন্য মার্ক্সীয় রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্ব ব্যবহার করা যেতে পারে । এরপর জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিসটিমোলজি বিষয়টি আসে। এইক্ষেত্রে যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় সেটি হলো কে জানে? (নারী?)। জ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য কি ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে? কি ধরনের বিষয়কে জানতে হয়? সাবজেক্টটিভ সত্য কি জ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে? নারীবাদীরা বলেন, নারীরা জানে ও জ্ঞানের এজেন্ট হতে পারে, এই বিষয়টি প্রথাগত লেখালেখিতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অথবা বিনা পরিকল্পনায় বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে ইতিহাস শুধুমাত্র পুরুষের দৃষ্টিকোন থেকেই লেখা হয়েছে। তাই নারীবাদীগণ বিকল্প তত্ত্ব দাঁড় করতে চান, যেখানে নারীকে জ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে। এইভাবে জ্ঞানতত্ত্ব, পদ্ধতিমালা ও গবেষণা পদ্ধতির মাঝে যোগাযোগ রয়েছে (Harding,1987, p-1-5)।

এরপর নারীবাদীগণ যুক্তি দেন, নারীর অধস্তনতা বুঝতে তাদের শোষিত হওয়ার প্রেক্ষিত বোঝা জরুরী। যেমন: নারীর অধঃস্তনতার একটি মারাত্মক ধরন হলো ধর্ষণ। নারীদের কেন ধর্ষন করা

হয়, এই প্রসঙ্গে নারীর অভিজ্ঞতা ও ভাষ্য কি থাকে, এগুলো বোঝা যেমন জরুরী, তেমনি ধর্ষণ কে কিভাবে দেখা যায়, এর বিরুদ্ধে কি ক্যাম্পইন করতে হবে, এগুলো নির্ধারন করা জরুরী। কারণ এর মাধ্যমেই ধর্ষণ বা নারীর প্রতি অন্যান্য সহিংসতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে ও নারীর প্রতি সহিংসতাকে কিভাবে অনুধাবন করা হবে, তা নির্ভর করে। নারীদের কেন ধর্ষণ করা হয় ? এই বিষয়ে ক্যাথি নারীর প্যাসিভিটি বা নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেন। নারীর নিষ্ক্রিয়তার সাথে আর্দশ নারীত্বের ছাঁচ তৈরী থাকে। বিভিন্নভাবে নারীদের নিষ্ক্রিয় হতে শেখানো হয়। যে নারী অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলে না, যে নারী সব সময়ই পুরুষের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়, তারাই আর্দশ নারীর ধরন হিসেবে নানাভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। যেমন সিনড্রেলা, তুষার কনা, এই ধরনের গল্পে নারীর নিষ্ক্রিয়তাকে মহান হিসেবে পরিবেশন করা হয়। অন্যদিকে নারীর যৌনতাকে পুঁজিবাদ যেভাবে ব্যবহার করে সেখানে নারীর সৌন্দর্য চর্চাকে অনেক বেশী জোর দেয়া হয়। ফ্যাশনেও নারীর একটি গড়ন তৈরী করা হয়। নারীর সরু কোমড়, নারীর উঁচু জুতা পরিধান, নারী শরীরকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে পুরুষের যৌন উত্তেজনা তৈরী হয়। নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনে এমনভাবে দেখানো হয় যেন নারী শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমেই ঐ নির্দিষ্ট পণ্যের বাজারের চাহিদা নির্ভর করে। এই ধরনের উপস্থাপনা ও পরিবেশনার মাধ্যমে নারীকে যৌনবস্তুকরন নারীর নিপীড়নের অন্যতম কারন। একদিকে নারীকে নিষ্ক্রিয় হওয়ার শিক্ষা প্রদান ও অন্যদিকে তার শরীরের এই পণ্যকরন নারীকে অধঃস্তন করে। নারীবাদীদের পদ্ধতি হতে পারে এই প্রক্রিয়া সমুহ ও এর রাজনীতি উন্মোচন করা ও এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন তৈরী করা। এই বিষয়সমুহ কে কিভাবে দেখা যেতে পারে সেই রাস্তা খোঁজা আর সেখানে নারীর স্বর, বিশেষত নিপীড়িত নারীর অভিজ্ঞতা শোনার মাধ্যমেই এই বিষয়সমূহ সর্ম্পকে জানা যাবে এবং সেই সাপেক্ষে নারী মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। এইজন্য প্রথমে প্রয়োজন নিপীড়ন কে কিভাবে পাঠ করা হয় সেইটি বোঝা। কেননা নিপীড়নের চেহারাকে কিভাবে পাঠ করা হবে, নিপীড়নকে কিভাবে বোঝা যাবে এর উপর নিপীড়ককে কিভাবে দেখা হবে, তা নির্ভর করে । যেমন ১৯৭০ এর পূর্বে ধর্ষণকে দেখা হতো খুবই ঢিলেঢালাভাবে। ধর্ষিত নারী এই নিপীড়নকে কিভাবে সহ্য করছে তা বোঝার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্ষক ও ধর্ষিতার মাঝে সর্ম্পকটি কি সেটি বোঝা, যা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই সমস্যাজনক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে (Roberts, 1989, p-2-9)।

ফলে ১৯৭০ এর পর থেকে নারীর অভিজ্ঞতা ও নারীর স্বর কে তুলে ধরার জন্য জোড় দেয়া হয়। অনেকে নারীর স্বরকে গুরুত্ব দিয়ে নারীবাদী এথনোগ্রাফী রচনার উপরে জোড় দেন । কিন্তু এখন প্রশ্ন আসে এথনোগ্রাফী কি? নারীবাদ ও এথনোগ্রাফী এই দুটোর মাঝে পার্থক্য বেশী নাকি মিলের জায়গা আছে? এথনোগ্রাফার ও নারীবাদী চিন্তকদের মাঝে তারা কি কি ধরনের বৈপরীত্য দেখতে পান? তাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মিল ও কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে? নারীবাদী লীলা আবু লুঘদ, ডায়েনা বিল, জুডিথ ষ্ট্যাসি, কমলা ভিসসরেন নারীর স্বর তুলে ধরতে নারীবাদী এথনোগ্রাফীর সক্ষমতা প্রসঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে নারীবাদ ও এথনোগ্রাফীর মাঝে পার্থক্য রয়েছে ও নারীবাদী এথনোগ্রাফী রচনা করারও অনেক সমস্যা রয়েছে বলে যুক্তি দেখান ভিকি কিবরি, ফ্রান্সিস মাসিয়া লীস, পাট্রিকা

সার্প, কলেন বালিরিনো কোহন প্রমুখ নারীবাদীগণ। তারা নারীবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদ মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়ার মাঝে নিজেদের শামিল করেছেন। লড়াই এর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তাদের মাঝে ভিন্নতা কি? তারা কিভাবে একে অন্যকে সুফল দিতে পারে এবং পুনরায় উত্তরাধুনিকতাবাদের সাথে যুক্ত হতে পারে, নারীবাদীরা ভিন্নতার ধারনার প্রতি কিভাবে সাড়া দেবে, এই বিষয়গুলো তাদের বোঝাপড়ার মাঝে ছিল। প্রথাগত এথনোগ্রাফীর যে সমালোচনা সেটি উত্তরনে উত্তরাধুনিক দর্শন সংযুক্তিকরন যেভাবে এথনোগ্রাফী রচনার সমস্যাসমূহ দুর করতে পারে, একইভাবে নারীবাদীরা উত্তরাধুনিক তত্ত্ব, নারীবাদ ও এথনোগ্রাফির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে পরিত্রান পেতে পারেন। তাহলে নারীবাদী এথনোগ্রাফী কি? এটি কিভাবে নারীর স্বর ও বিদ্যমান রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে সেটি বোঝা নারীবাদীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

৩. নারীবাদী এথনোগ্রাফীর গুরুত্ব

এথনোগ্রাফী পদ্ধতিটি নৃবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। যেখানে কোন একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের লজিক খুঁজে বের করবার চেষ্টা করা হয়। তাহলে নারীবাদী এথনোগ্রাফী কি? নারীবাদী এথনোগ্রাফী আছে কি? যখন এই প্রশ্ন করা হয়, লীলা আবু লুঘদ খুঁজে বের করবার চেষ্ঠা করেছেন নারীবাদের কি নৃবিজ্ঞানে প্রভাব রাখবার মতো সামর্থ্য রয়েছে নাকি নেই? তিনি বলেন, এথনোগ্রাফী ও নারীবাদ সমারালভাবে এসেছে। কিন্তু এখানে লুঘদ এথনোগ্রাফীর বস্তুনিষ্ঠতা প্রসংগে যে সমালোচনা তা প্রস্তাবনা করেন। বিশেষত দুই তিন দশক ধরে নৃবিজ্ঞানে এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশী আলোচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, মূলত বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে দুটি সমালোচনা রয়েছে। এক: মাঠকর্ম করার সময় রিফ্লেক্সিভিটির উপর জোর দেয়া নিয়ে এবং দুই: লিখিত টেক্সট উৎপাদনের প্রতি ঝোঁক নিয়ে । রিফ্লেক্সিভিটি নৃবিজ্ঞান সেই ফ্যাক্ট বা ঘটনার সাথে যুক্ত যে ফ্যাক্ট আমরা মাঠকর্মের মাধ্যমে সংগ্রহ করি। তিনি বলেন, ফ্যাক্ট হলো "নেগোসিয়েটেড রিয়ালিটি" (Negotiated reality)'র ফলাফল। অর্থাৎ কোন নৃবিজ্ঞানী যখন মাঠ গবেষণা করেন তখন তার নিজের সাথে অধীত সমাজের মধ্যে একধরনের অস্পষ্ট সামাজিক মুখোমুখি বা এনকাউন্টার হয় । নিজ ও ঐ সমাজের মধ্যে মুখোমুখি অবস্থানের প্রেক্ষিতে যে ফ্যাক্ট তৈরী হয় তাহলো গবেষণার নিগোসিয়েটেড রিয়েলিটির ফলাফল। তাই ফ্যাক্ট ইন্টার-সাবজেক্টিভ এবং এখানে বস্তুনিষ্ঠ হবার কোন সুযোগ নাই।

দ্বিতীয় সমালোচনা "Writing Culture debate" দিয়ে শুরু হয়। যেখানে বস্তুনিষ্ঠতার স্বচ্ছ ভাষা এবং এথনোগ্রাফীক রিয়ালিজম বিষয়টি উত্থাপন করে। ক্লাসিক যে এথনোগ্রাফী সেখানে এই বৈশিষ্ঠ্যসমুহ পরিগ্রহণ করে। কারণ এখানে লেখকের কর্তৃত্ব প্রর্দশিত হয়। বস্তুনিষ্ঠতা এখানে সত্য কাহিনী নির্মাণের হাতিয়ার হিসেবে বির্নিমিত হয়। যা রাইটিং কালচার লেখদের দৃষ্টিতে এথনোগ্রাফীক ফিকশন ছাড়া কিছু না। লুঘদ বলেন, নারীবাদের সাথে ও বিভিন্নভাবে বস্তুনিষ্ঠতা যুক্ত। যা কিনা নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীদের যে স্ট্যান্ডপয়েন্ট তার থেকে ভিন্ন। Evelyn Fox Keller এর মতে, বস্তুনিষ্ঠতা বা অবজেক্টিভিটি এর সাবজেক্টিভিটি থেকে অর্থ নেয়। এই দ্বৈততা জেন্ডারের বিপরীত মেরুর দ্বৈততার সাথে সর্ম্পকীত। এই যুক্তি অনুসারে যেমন

বস্তুনিষ্ঠতা কারণ হিসেবে দেখা হয়, যা কিনা পৌরুষত্বের সাথে সর্ম্পকীত। যার বিপরীত জোর হলো সাবজেক্টিভিটি, এটি অনুভুতি বা ইমোশনের সাথে যুক্ত যা কিনা নারীত্বের সাথে এঁটে দেয়া হয়। এইভাবে বস্তনিষ্ঠতার বরাত দিয়ে বিজ্ঞানে পৌরষত্ব দাপট বহাল থাকে, এই দাপট ছড়িয়ে পড়ে এবং পুনরুৎপাদিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সেল্‌ফ ইমেজ এর সাথে মানানসই নয় এমন বিষয়সমুহ বিপরীত জোর হিসেবে উল্লেখ করা হয় । এইভাবে বৈপরীত্যমূলক চিাভাবনা গড়ে ওঠে যেমন পুরুষ- নারী, শরীর- মন ইত্যাদি। লুঘদ ও ক্যাথরিন ম্যাক কিনৃনন এই ধরনের কাঠামোগত ভিন্নতা গ্রহণ করেননি। লঘুদের দৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠতা শুধুমাত্র কোন ধারণা নয়, এটি হলো পুরুষের ক্ষমতার কৌশল এবং লিঙ্গীয় অসমতা জিইয়ে রাখা ও বহাল রাখার খুবই কার্যকরী হাতিয়ার। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, অবজেক্টিভিটির সমালোচনা নিয়ে মূলত দুই ধরনের সাড়া রয়েছে। কিছু নারীবাদী আছে যারা সাবজেক্ট ও অবজেক্ট এর মধ্যে যে সর্ম্পক সেখানে ডুয়ালিজমে কম মূল্যবান পক্ষকে সমর্থন করে। এই সকল নারীবাদীরা ভারসাম্য ও সমতার লক্ষ্যে সর্ম্পককে পুন:আকার দিতে চায়। অন্যরা জেন্ডার ডুয়ালিজম সর্ম্পকে সজাগ যেহেতু তারা বস্তুনিষ্ঠতাকে পুন:সংজ্ঞায়নে লড়াই করে। এইক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো বস্তুনিষ্ঠতা একটি সিচুয়েটেড বা স্থাপিত বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। এই ধরনের যুক্তি নারীকে কিছুটা হলেও সুবিধা দেয় (Gendik,2009)।

লুঘদ বলেন, নৃবিজ্ঞানকে কি নারীবাদী তত্ত্ব প্রস্তাব করা যায়? কারণ হলো প্রথমত: নারীবাদ এই ধারনায় বিশ্বাসী যে সেলফ সর্বদাই নির্মিত হয়, এটি প্রাকৃতিক কোন পরিচিতি না। যদি সেলফ নির্মিত ফেনোমেনন হয় তাহলে নারীবাদী এথনোগ্রাফীতে সাংস্কৃতিক যে পরিবেশনা তা অবশ্যই অংশত বা খন্ডিত, বাস্তব অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণ চিত্র। দ্বিতীয়ত: অন্য বা আদার এর বিপরীতে সেলফ তৈরীর প্রক্রিয়ায় আদারের অন্য ভিন্নতাসমূহকে অবজ্ঞা করা হয়। যেমন লিঙ্গ একটি ভিন্নতা । এখানে অন্যান্য যে ভিন্নতা যেমন বর্ণ, শ্রেণী, বয়স, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়কে অবজ্ঞা করা হয়। ভিন্নতা থাকা সত্ত্বে লুঘদ বিশ্বাস করেন যে, নারীবাদীরা সেলফ ও আদারের যে সীমানা তাকে অস্থিত করতে পেরেছে যা কিনা নৃবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের পরিচিতির জন্য খুবই সংকটপূর্ণ। কারণ নৃবৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির ধারণার ভিত্তিতেই এই সীমানা বা border এর প্রসঙ্গটি আকার লাভ করেছে। নারীবাদীরা এই সীমানা কে অনিশ্চিত বা অস্থিত করেছে যেহেতু তারা এথনোগ্রাফীতে নারীবাদী আপ্রোচ সারসত্ত্বাবাদ বা এসেনসিয়ালিজমের এর বিপরীতে কাজ করেছে। লুঘদ তাই "Writing against Culture" এর বিকল্প পথ খোঁজেন। এই উদ্দেশ্য অন্যান্য নেটিভ নৃবিজ্ঞানীদেরও। উভয়ই নৃবিজ্ঞানের এনটিটি বা সত্তা কে গ্রহণ করেনি। উভয়ই পরিবেশনার রাজনীতি ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, সত্তা সবসময়ই পার্থক্যের বিভক্তি দ্বারা টুকরো টুকরো হয়, যা অবস্থান, অডিয়েন্স, ক্ষমতা, অতিমাত্রায় 'সচেতনতার' ফল বলা যেতে পারে। তাই লঘুদ মনে করেন, নারীবাদী এথনোগ্রাফী ভালো এথনোগ্রাফী কারণ এটি নারী ও পুরুষের লিঙ্গীয় রাজনীতি দৃশ্যমান করে এবং এই এথনোগ্রাফী এখনো স্বীকৃত এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়। কেননা এথনোগ্রাফী বিশ্ব কিভাবে চলে সেই পথগুলো ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করা করে। যদি আমরা যদি গবেষক

হিসেবে পুরুষপক্ষপাতদুষ্ট না হই, লিঙ্গীয়ভাবে অন্ধ না হই, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির মাঝে সর্ম্পক বুঝতে পশ্চিমা বোঝাবুঝিকে ধরতে পারি, আমাদের বায়োলজিক্যাল সারসত্ত্বাবাদকে বুঝতে পারি তাহলে আমরা অসম জায়গাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবো। নারীবাদী এথনোগ্রাফার তাই খুঁজে বের করতে পারে ভিন্ন স্থান ও পরিস্থিতিতে এক নারীর কি কি অর্থ হতে পারে। যেমন কাজ, বিয়ে, মাতৃত্ব, যৌনতা, শিক্ষা, কবিতা, টেলিভিশন, দরিদ্রতা অথবা অসুস্থতা নারীর জন্য কি হতে পারে। এই বিবিধ পরিস্থিতি নারীবাদী এথনোগ্রাফী তুলে ধরে (Lughod, 1990)।

নৃবিজ্ঞানী বেলও নারীবাদী এথনোগ্রাফীর অস্তিত্ব কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি মনে করেন, এই আপ্রোচ তাকে অনেকভাবে পথ দেখিয়েছে, সহায়ক হয়েছে। যখন তিনি মাঠে কাজ করেন ও পরবর্তীতে যখন প্রকাশনা বের করেন তখন, এমনকি যখন ফলিত নৃবিজ্ঞান চর্চা করেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় আবোরজেনালদের ভুমি প্রসঙ্গে কোর্ট কেসে জড়িত হোন তখনও এই অ্যাপ্রোচ তার জন্য সহায়ক ছিল। রাজনীতি, ষ্টাইল, দর্শন এর জন্য এটি ভারমাস্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে এমন একটি অ্যাপ্রোচ। বেল বলেন, নারীদের জ্ঞান, চর্চা, অনুভতি, চিা এবং নারীসত্ত্বা তুলে ধরা বা তাদের দৃশ্যমান করাই শুধুমাত্র নারীবাদী এথনোগ্রাফীর বৈশিষ্ঠ্য নয়, বরং নারীর জ্ঞানকে মূল্য দেয়া এবং বিনিময়ে পুরুষের জ্ঞানকে বিকেন্দ্রীভুত করার মাধ্যমে এর রাজনৈতিক অ্যাক্টসমুহ তুলে ধরা । একই সাথে পুরুষের ,আধিপত্য যা জ্ঞানজগতে প্রভাব বিস্তার করে আছে তাকে খর্ব বা হ্রাস করা। এই ধারণার উপর জোর দিয়ে বেল সকল বাস্তবতা ও প্রেক্ষিতসমুহকে লিঙ্গায়িত হিসেবে ঘোষণা দেন। তাই বেল যে এথনোগ্রাফীর বৈশিষ্ঠ্য তুলে ধরেন তা হবে Situated, perspectival, contextualized and partial। এই দৃষ্টিভঙ্গি বেল এর প্রবন্ধ Yes, Virginia, there is a Feminist Ethnography তে গ্রথিত। যেখানে তিনি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাঠে প্রবেশ করার ঝক্কিসমুহ বর্ণনা করেছেন। একইভাবে তিনি সিঙ্গেল ও দুই সানের কর্মজীবী মা হওয়ার কারণে একাডেমিতে খ্যাতি অর্জনের অসুবিধাগুলোও বলেন। এই বিবিধ পরিসরে কাজ করতে যেয়ে তিনি তার বিবিধ সত্তার সাথে পরিচিত হোন। শ্রেণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতিসত্ত্বা, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা এবং যৌনতার প্রেফারেন্স, এই সকল কিছুই তার সত্তাকে যেমন বিবিধ করেছে আবার এগুলো তার পরিচিতিকে একইভাবে অধিক্রমন বা ওভারল্যাপ করেছে বলে তিনি মনে করেন। এই বিষয়সমূহ তার নিজস্ব নারীবাদ তেমনিভাবে তার এথনোগ্রাফীক পরিবেশনকেও আকার দিয়েছে। বেল তাই নারীকে কোনভাবেই একক ক্যাটাগরি হিসেবে সমর্থন করেন না। তাই যে বস্তুনিষ্ঠতার কথা বলা হয়, বেল তার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বস্তুনিষ্টতা একটি দ্বান্দিক ধারণা। এটি হলো বিজ্ঞানের হলমার্ক, যেখানে সাবজেক্ট ম্যাটার অনুপস্থিত থাকে। এটি হলো এথনোগ্রাফীক লাইন। কেউ যদি এই লাইন পাড়ি দেয়, অনুভুতি সর্ম্পকে বলে, কাহিনীর বা মাঠের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তিনি হয়ে ওঠেন 'সাবজেক্টটিভ', তখন তার কাজ ভালো কাজ হিসেবে স্বীকৃত হয় না। তাই বেল এর নারীবাদী অ্যাপ্রোচ হতে আমাদের দুটো বিষয়ই লক্ষ্য করা উচিত। এক: আমাদের যেমন বস্তুনিষ্ঠতা বির্নিমাণ করতে হবে তেমনি সাবজেক্টটিভিটি যে টার্মটি রয়েছে সেটিকে মূল্যহীন করতে হবে। যেহেতু নারীবাদী এথনোগ্রাফীতে নারীদের জন্য ডিসকার্সিভ স্পেস উন্মুক্ত করেছে এবং একই সাথে সাবজেক্টকে ক্ষমতায়িত ও অস্থিত করেছে । তাই এটি

গুরুত্বপূর্ণ। গবেষিত জনগণকে ক্ষমতায়িত করতে যেয়ে বেল সেমিওটিক ও ভাষার স্তরায়নকেও গুরুত্ব দেন। নারীদের উপর এতদিন যে গবেষণা করা হয়েছে সেখানে নারীদের অনেক ছোট ও বোঝা হিসেবে দেখানো হয়েছে। গবেষিত জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করা হয়েছে ইনডিজেনাস, নেটিভস, সাবজেক্টস, অথবা গবেষিত। যেগুলো সবই কলোনিয়াল এনকাউন্টারের ডমিন্যান্ট প্রেক্ষিত থেকে বলা হয়েছে। এটি নৃবিজ্ঞানী এবং জনগনের মাঝে একধরনের অসম সর্ম্পককে চিহ্নিত করে। বেল তার তথ্যদাতাদের co-researcher বলতে চান। কারণ তথ্য সংগ্রহে তাদের যে বিশেষ অবদান রয়েছে সেটি মেনে নিতে চাইলে এটি ছাড়া বেল এর কাজের কোন মূল্য বা সেনস থাকবে না বলে তিনি মনে করেন (Gendik, 2009 & Bell, 1993)।

কিন্তু তারা কি সহ গবেষক হতে পারে। নাকি এখানে গবেষকের স্বর পুনরায় গবেষিতের স্বরকে পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়? এই নিয়ে নানা যুক্তি তর্ক রয়েছে। তাই নারীবাদী এথনোগ্রাফির সমালোচনা বা ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন

৪. নারীবাদী এথনোগ্রাফীর সংকট

জুডিথ স্ট্যাসি এথনোগ্রাফিক নারীবাদ নিয়ে কম আশাবাদী। তিনি মনে করেন, এথনোগ্রাফী ও নারীবাদের মাঝে সর্ম্পক বিসদৃশ। জুডিথ স্ট্যাসি লঘুদের মতোই একটি প্রবন্ধ "Can there be a feminist ethnography?'' প্রকাশ করেন। কিন্তু লুঘদ যেমন এই ব্যাপারে খুব আশাবাদী স্ট্যাসি তার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। যদিও অনেক নারীবাদী মনে করেন যে, এথনোগ্রাফী নারীবাদী অ্যাপ্রোচের জন্য সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি কিন্তু তিনি মনে করেন পুরোপুরিভাবে একটি নারীবাদী এথনোগ্রাফী দাঁড় করানো সম্ভব না। কারণ এটি অভিজ্ঞতালব্দ, প্রেক্ষিতগত, আ:ব্যক্তিক সর্ম্পক ও দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা ও মানব এজেন্সীকে ধারণ করে। স্ট্যাসি দুই আড়াই বছর মাঠ গবেষণা করার পর এথনোগ্রাফী নিয়ে কম আশাবাদী হয়েছেন। বরং তার কাছে নারীবাদী মূলনীতি ও এথনোগ্রাফীক পদ্ধতির তার মাঝে যে বৈপরীত্য রয়েছে সেটি অনেক বেশী স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন, নারীবাদী এথনোগ্রাফীক গবেষণায় খুব বেশী সর্তক থেকে গবেষিত সাবজেক্ট এর প্রতি অনেকবেশী শ্রদ্ধা ও সমতা প্রদর্শন করার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয় । ফলে এটি আরো বেশী শোষণমূলক ও বিপদজনক হয়ে ওঠে। এখানে স্ট্যাসি বলেন, গবেষকের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই গবেষিত এবং তার মাঠকে প্রভাবিত করে। যার ফলে এক ধরনের হস্তক্ষেপের সর্ম্পক গড়ে ওঠে। এখানে গবেষক অনেক মুক্ত থাকে কিন্তু গবেষিত জনগোষ্ঠী নয় । এই ধারণা হতে স্ট্যাসি উপসংহার টানেন যে, এথনোগ্রাফীক প্রক্রিয়ায় শোষণমূলক দিক পরিহার করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তার এই যুক্তির পেছনে তিনি তার প্রমাণ/এভিডেন্স হাজির করেন। তিনি মাঠে যে নানাবিধ পরিস্থিতি তৈরী হয় বা থাকে তার একটি সংক্ষিপ্ত রুপরেখা তৈরী করেন। যেমন গবেষণায় যদি নিষিদ্ধ পিতৃত্ব, নিষিদ্ধ সম্পর্ক বা কার্যক্রম, হোমো সেক্সুয়ালিটি ইত্যাদি বেরিয়ে আসে তাহলে একজন নারীবাদী সেগুলো কিভাবে সমাধান করবেন। স্ট্যাসি বলেন, তথ্যদাতাদের সাথে তার বন্ধু ও গবেষক হিসেবে দুই ধরনের সর্ম্পক ছিল যা তাকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে । গবেষণা চলাকালীন তার একজন তথ্যদাতার মৃত্যু হয়েছিল । কেসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল । তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান এ তিনি যান এবং সেই

তথ্যদাতার পরিবার সম্পর্কে আরো সঠিক তথ্য তিনি পেয়েছেন যা ঐ তথ্যদাতা বেঁচে থাকা অবস্থায় জানা সম্ভব ছিল না। এগুলো নিয়েও স্ট্যাসির সমস্যা হয়। তাই তিনি বলেন, হিউম্যান এনকাউন্টার সবসময়ই একটি জটিল বিষয়। এথনোগ্রাফীক গবেষণা করার সময় এটি আরো বেশী আশংকাজনক হয়ে ওঠে। কারণ তাকে তার ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও পেশাগত তথ্যসংগ্রহের মাঝে এক ধরনের প্রতারনার কৌশল অবলম্বন করতে হয় । জীবন, ভালোবাসা, ট্রাজেডী যা কিছু তথ্যদাতা গবেষকের সাথে শেয়ার করে এইসকল কিছুই কি তথ্য, যাকে তিনি বলছেন এথনোগ্রাফীক মিলের শস্য। তিনি বলেন, এথনোগ্রাফী মিলের সত্যিসত্যিই শস্য চূর্ণ করার ক্ষমতা রয়েছে। আবেগ অনুভতি ও স্বার্থের মাঝে যে দ্বন্দ্ব তা স্ট্যাসি এথনোগ্রাফীক মেথড হতে শেখেন। কিন্তু গুনগত ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় এই ডিলেমাকে তিনি কিভাবে এড়িয়ে যাবেন? যদি তথ্যদাতার সামাজিক প্রেক্ষিত বিবেচনা করতে বলা হয় যা কিনা গবেষণার মূলনীতি? এহেন অবস্থায় গবেষক কিছুটা ভেতরে প্রবেশ না করে সেটি কিভাবে করবেন?

এথনোগ্রাফী নিয়ে স্ট্যাসির অন্য সমালোচনা হলো, নারীবাদ ও এথনোগ্রাফীর মাঝে যে অর্কওয়ার্ড সম্পর্ক, সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে। তিনি বলেন, এথনোগাফীক গবেষণায় যে collaborative এবং পারস্পারিক বোঝাপড়ার বিষয়ে বলা হয় তা স্ট্যাসির দৃষ্টিতে একটি ফ্যাক্ট দ্বারা বিঘ্নিত হয়। ফ্যাক্ট হলো গবেষণার মাধ্যমে যা তেরী হয় বা গবেষণা উৎপাদ, যা কিনা শেষত গবেষকের হয়, যদিও সেটি তথ্যদাতার দ্বারা পরিবর্তিত হয় ও প্রভাবিত হয়। উত্তরাধুনিকতাবাদী ধারায় ক্ষমতা প্রসংগে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাই স্ট্যাসির কাছে পর্যাপ্ত নয়। কারণ উত্তরাধুনিকতাবাদ হস্তক্ষেপের সমস্যাকে অনুধাবন করেছেন এবং তথ্যদাতার সাথে যে অসম সর্ম্পক সেটিও সমস্যায়িত করেছেন কিন্তু এটি খুব সামান্যই উত্তরন করতে পেরেছে। তাই এটিও নারীবাদী লেখার যে ডিলেমাসমুহ রয়েছে তা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। স্ট্যাসি নারীবাদ ও এথনোগ্রাফীর মাঝে যে ঐক্য সর্ম্পক তাকে তীব্র সমালোচনা করেন এবং এথনোগ্রাফীক গবেষণা কম নিরাপদ বিবেচনা করেন। তথাপি তিনি এথনোগ্রাফীক কাজের গুরুত্ব উপলব্দি করেন। তিনি এও বলেন যে, এর মাধ্যমে আমরা গবেষিত জনগোষ্ঠীর অনেকের সাথেই অনেক মূল্যবান সর্ম্পক গড়ে তুলতে পারি এবং আমাদের মাঝে কারো কারো এই অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ গবেষিত তথ্যদাতাদের জীবনের জন্য নির্মাণমূলক এবং নি:সন্দেহে মূল্যবান (Stacey,1988)।

জুডিথ স্ট্যাসির যে আশংকা, তা নিয়ে অনেকেরই আশংকা রয়েছে। বিশেষত পূর্বের ক্ল্যাসিক্যাল এথনোগ্রাফী নিয়ে জেমস ক্লিফোর্ড, মারকুস, স্টিফন টেইলর এর মতো তাত্ত্বিকগণ সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, এথনোগ্রাফী মানুষের জীবন যাপনের আধা সত্য তুলে আনে । জেমস ক্লিফোর্ড ক্লাসিক্যাল এথনোগ্রাফীক পরিবেশনা নিয়ে সমালোচনা করেন। তিনি পরিবেশনার সমস্যা তুলে ধরতে এডওয়ার্ড সাঈদের পরিবেশনা সর্ম্পকীত বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন । পরিবেশনা প্রসঙ্গে সাঈদ তীব্র সমালোচনা করেছেন তার ওরিয়েন্টালিজম নামক গ্রন্থে। সাঈদ বলেন, কোন কিছু সর্ম্পকে 'সত্য' পরিবেশনা থাকতে পারে কি? কারণ পরিবেশনার সাথে যুক্ত ভাষা, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ও সর্বোপরি রাজনীতি। সাঈদ পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত

কৌশলসমূহের অপব্যবহার নিয়ে বলেন। তবে তিনি পরিবেশনার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি হতে পারে সে ব্যাপারে বলেননি। কিন্তু ক্লিফোর্ড সমালোচনাসমুহকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কারণ পরিবেশনার সমস্যাসমুহ তুলে ধরাও একঅর্থে এই সমস্যাসমুহের বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ । একজন লেখক যেটি করেন, তাহলো তিনি একটি উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য টেক্সট্‌ লিখেন। একজন কবি বা ঔপ্যনাসিকের লক্ষ্য থাকে তার সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করা। সৃজনশীল লেখকের কাছে পরিবেশনা হলো তার প্রকাশের মাধ্যম। অনেক সময় লেখক তার বলাবলির সাথে পাঠকের যোগাযোগ ঘটাতে সক্ষম হয় না। এথনোগ্রাফী কে যেভাবে বোঝা হয় এটি হলো 'আদিম' সমাজের নৃবৈজ্ঞানিক বর্ণনা। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এটি আর 'প্রিমিটিভ' বা 'আদিম' সমাজকে ঘিরে আবদ্ধ নেই। এটি হলো অন্যকে পরিবেশনার প্যারাডাইম। গত কয়েক দশক হতে অন্যকে পরিবেশনার নিয়ে নানা সমস্যা কাজ করছে। তারা কিছু সমাধান দেয়ারও চেষ্টা করেছেন। এখানে যে মাঠকর্ম করা হয়, যে বাস্তবতা উপস্থাপন প্রসঙ্গে বলা হয়, তা সমস্যাজনক। কারণ মাঠকর্মের অভিজ্ঞতাকে সেলফ রিফ্লেক্সিভ বলা যায় (Cliford, 1980)। এই প্রসঙ্গে ডুমো বলেন, মাঠকর্ম হলো ডায়ালেক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা, নেটিভ সংস্কৃতি যা থিসিস ও নৃবৈজ্ঞানিক মিথক্রিয়া যা এন্টি থিসিস। এথনোগ্রাফীতে উভয়ই পরিবর্তন হয়ে হয় সিনথেসিস। তাই ডুমো বিশ্বাস করেন, ইন্টারসাবজিক্টিভিটি অবজেক্টিভিজম ও সাবজেক্টিভিজমের এই ডিলেমাকে সমাধা করতে পারে। কারণ এর মধ্য দিয়ে ডায়ালগ প্রতিষ্ঠা করার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু যখন ডায়ালগ অনুবাদ করা হবে তখন তা সঠিকভাবে করা সম্ভব কিনা, সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। তাই পরিবেশনার সমস্যা সবভাবে দূর করা দুরুহ (Dumont,1978)।

এইক্ষেত্রে স্টিফেন টেইলর পথ দেখান, তিনি এথনোগ্রাফির ভিন্ন সংজ্ঞা দাঁড় করান। যার মধ্য দিয়ে পরিবেশনার সমস্যা দুর করা সম্ভব। তিনি উত্তর আধুনিক এথনোগ্রাফী নিয়ে বলেন, যা কিনা ডায়ালোগির উপর জোর দেয়। তার কাছে মাঠকর্ম নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো লেখা। যেহেতু লেখক অন্য সংস্কৃতিতে নিজের সংস্কৃতিকেই খুঁজে, এটি একটি রাস্তা যেখানে প্রথমে পরিচিতকে কে অপরিচিত করা হয় এবং পূনরায় সেটিকে পরিচিত বানানো হয়। এথনোগ্রাফী কিভাবে বানানো হবে, কি ধরনের হবে, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি যেকোন ধরনেরই হতে পারে। কিন্তু একে কখনোই পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করা যাবে না। প্রত্যেকটি পদক্ষেপই হবে অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত, এতে অনেক ঘাটতি থাকবে। এটি ছাপিয়ে যেতে পারবে, এটি খুঁত হতে তৈরী হবে, নিঁখুত কোন কিছু থেকে নয়। টেইলর বলেন, লেখকের ব্যাখ্যা ও পাঠকের পাঠ প্রায়শ:ই ভিন্ন হয়। তাই তিনি লেখক- টেক্সট ও পাঠকের মাঝের সর্ম্পককে গুরুত্ব দেন । তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্ম্পকের মাঝে যোগাযোগটিকে পাঠ করতে চান। তবে তিনিও শেষত বলেন জ্ঞানই যেহেতু ক্ষমতা তাই পরিবেশনা নিয়ে সমস্যা থেকেই যায় (Tyler,1990)। এ ব্যাপারে নারীবাদী লিজি লিওনোরা বলেন, পরিবেশনার সমালোচনা থেকে এথনোগ্রাফিক সাবজেক্টকে নিজের জন্য কথা বলতে বলা হয়। এইক্ষেত্রে জীবন ইতিহাস বা লাইফ হিস্ট্রিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। জীবন ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমেই গবেষক ও গবেষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সর্ম্পক স্থাপিত হয়। জীবন ইতিহাসকে মৌখিকভাবে বর্ণনা করা হয়, টেপ রের্কডার বা ফ্লিম দ্বারা রের্কড করা হয়। এরপর লেখক এই ইতিহাস বা কাহিনীকে লিখিত

ধরনে সাজান। এটিকে তিনি তার নিজের একাডেমিক অথবা প্রতিষ্ঠানের কাজে উৎপাদন ও পরিবেশন করেন। এই পরিবেশন ভৌগলিক পরিসীমানা ভাংগে কিন্তু এর গ্রন্থকর্তা কে হয়? তাই উত্তরাধুনিক ধারায় নারীবাদী এথনোগ্রাফী যেভাবে নারীর বয়ান তুলে ধরার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়, সেখানে শেষতক গবেষিতদের বয়ান কতটা তাদের মতো করে তাদের গুরুত্বের জায়গা অনুসারে উঠে আসে? (Leonora, 1997)।

লিওনোরা এই প্রসঙ্গে মারজারি শসতাকের ১৯৮১ সালে রচিত নিসা বইটি নিয়ে বলেন। কারন দাবী করা হয় এই বইটি পুরোপুরি নারীর স্বরের ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু লিওনোর বলেন নিসার যে জীবন কাহিনী রচিত হয়েছে তা শসতাকের চাহিদা ও পরিকল্পনামাফিকই রচিত হয়েছে। কারন শসতাক যখন !কুং সমাজে কাজ শুরু করে, তখন প্রত্যক্ষনবাদের যুগ শেষ হয়েছিল। কালাহারিতে নানা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। সেইসময় ভিয়েতনাম যুদ্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনও শুরু হয়। এছাড়া নারীর অধিকার সংরক্ষণে শুরু হয় নারীবাদী আন্দোলন। পৃথিবীব্যাপী সিস্টারহুডের ধারণাটি আসে। এথনোগ্রাফারদের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। আমেরিকার সমাজে ঐতিহ্যবাহী সমাজের নারী জীবন চিত্র নিয়ে নানা প্রশ্ন ও নানা কৌতুহল শুরু হয় (Leonora, 1997)। এই নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা মারজরি শসতাকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিসাকে নিয়ে শসতাক যখন লিখেছে, তখন আমেরিকান সমাজের মতো করেই তাদের জীবনকে বুঝতে চেয়েছে। এর ফলে শসতাক যেভাবে তুলনা করেছেন সেখানে আমেরিকান সমাজের স্তরায়ন বা লিঙ্গীয় বৈষম্য বনাম ঐতিহ্যবাহী সমাজের সমতা ও লিঙ্গীয় সমতার বিষয়টি বারবার উপস্থাপিত হয়েছে। শসতাক নিসাকে স্থাপিত করেছে, নিসা নিজেকে স্থাপন করতে পারেনি। কারণ সে একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত না। শসতাক নিজে বলেছেন, তিনি নারী আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহী, তিনি যে প্রজেক্টে !কুং সমাজে কাজ করতে গেছেন, সে ব্যাপারেও তিনি সৎ। এই বিষয়সমূহ তার লেখা ও গবেষণাকে প্রভাবিত করেছে। নিসা ভালো বলতে পারে, নিসা শসতাকের আকাংখা অনুযায়ী বলতে পারে, তাই নিসা তার এথনোগ্রাফীর একমাত্র তথ্যদাতা। নিসা যা বলেছে তাও নিসা তাদের সমাজের অন্যদের সম্মুখে তুলে ধরতে শসতাককে নিষেধ করেছে।

নিসা একটি জায়গায় স্পষ্টভাবে বলেছে,"*আমি যা করেছি আমার বাবা মা ও অন্যান্যরা তাই করেছে । আমি তোমাকে সব বলবো, কিন্তু আমি যা বলছি তা ওদের শুনতে দিও না (১৯৮১,৫১) ।*" নিসার জীবন ইতিহাস নারীবাদী আন্দোলনে খুবই অভিনন্দিত হয়েছে। নারী হিসেবে নিসার স্বরকে কেন্দ্রে আনা, তথ্যদাতা হিসেবে এবং মানব উৎসের বেসলাইন এর জন্য রুপক হিসেবে নিসাকে আনা এথনোগ্রাফীক গবেষণার সেই গুরুত্বপূর্ণ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রথমদিকে এথনোগ্রাফীতে নারীদের মাসিক প্রথা, জ্ঞাতি কাঠামো এই বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে যেয়েই শুধুমাত্র নারীদের আলোচনায় আনা হয়েছে । সেইক্ষেত্রে নিসা এথনোগ্রাফীতে নিসাকে অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে। নিসা যখন শেষ সাক্ষাৎকার উল্লেখ করে, "সে বলবে আর তুমি লিখবে, আমরা দুইজনই তো বলছি, আমরাই শুধুমাত্র বলছি, তাই নয় কি (১৯৮১,৩৭০)?" শসতাক নিসাকে বলেন, তিনি নিসার কথা বাড়ীতে নিয়ে যাবেন।

সেখানে তিনি একা থাকবেন, ফলে লিখতে সমর্থ হবেন। এইভাবে এথনোগ্রাফী উৎপাদন হয়। এখানে একসাথে সমতা ও অসমতা দুটোই কাজ করছে। অসম ক্ষমতার সম্পর্ক পরিবর্তিত হচ্ছে আবার থাকছেও। এই এথনোগ্রাফীতে বুশম্যানদের সম্পর্কে যে মীথ তা জিইয়ে রাখা হয়েছে। শসতাক নিসার গল্প নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে অন্যান্য বিষয়সমুহ যেমন !কুং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আ সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই বিষয়সমুহ তুলে ধরেননি। শসতাকের এই ব্যাখ্যা রোমাঙ্গার হিসেবেই প্রতিফলিত হয়। তিনি দেরীতে বইটি প্রকাশ করার জন্য দেখা গেছে সেটি কাল্পনিক ধরনের দিকে মোড় নিয়েছে। শসতাক একজন নারীর মাঝে অন্যান্য নারীকে অভিন্ন করেছে। ফলে নারীদের মাঝে যে নানাবিধ ভিন্নতা সেগুলো আসেনি। শসতাক একটি দলের সাথে কাজ করেছে, ফলে সেটি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলেছে। তিনি এথনোগ্রাফারদের ক্ষমতা সর্ম্পকে বলেননি। তিনি ডিসট্যান্ট সিস্টারহুড এর বিষয়ে বলেছেন কিু সেখানেও ভিন্নতা চর্চা বহাল ছিল। শসতাকের উক্তিতেও এটি বোঝা যায়। তিনি বলেন *"এটি আমার কাজ, .. কিু তার গল্প ছিল।"* এটি বলার মাধ্যমে তিনি যে একাডেমিক পরিসরে তার কাজটি করেছেন, সেটি কিভাবে তাকে প্রভাবিত করেছে তা প্রকাশিত হয়। কারণ তিনি সম্পাদনা করেছেন, তিনি নির্বাচন করেছেন, নিজের মতো করে এদিক ওদিক করে ঘটনা সাজিয়েছেন, তারপর সেটি প্রকাশ করেছেন। তথাকথিত প্রত্যক্ষণমূলক গবেষণায় যা করা হয়, এখানেও তাই করা হয়েছে। শসতাক নিসার সাথে নিজের স্বরকে যুক্ত করেছেন। নিসা তার প্রেক্ষিতকরণের স্বর। এটি এথনোগ্রাফীর ক্ষমতা। এটি ঔপনিবেশিক নতুন স্বর। যখন নিসা লিখিত আকারে বের হয়, তখন গবেষিত জনগোষ্ঠী বা নিসা বলেনি যে, এটি এমন ঘটনা নয়, এটি ওমন। এই তথ্য ঠিক আছে, এই তথ্য ঠিক নেই। এইটি এথনোগ্রাফিক পরিবেশনার ডিলেমা। কে পরিবেশিত হবে এবং কার দ্বারা পরিবেশিত হবে, তা একটি জটিল ও ঘোলাটে বিষয়। যারা পরিবেশিত হয়, তাদের পরিবেশনার উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই কালাহারির যে পরিবেশনা তাও কি প্রাচ্যবাদেরই ধরন নয়? আমেরিকা নারী আন্দোলনের এজেন্ডা হিসেবেই !কুংদের নির্বাচন করা হয়। নিসার নারীত্বকে খুঁজে দেখা হয় যেখানে ঐতিহাসিক কোন বয়ান নেই। নিসার কাছ থেকে তাদের সমাজের পরিবর্তন সর্ম্পকে জানা হয়নি। নিসার গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে জানা হয়েছে যেখানে সে ছিল সামলিয়ে রাখার মতো বস্তু এবং গবেষকের কাছে খুবই খাঁটি বা নির্ভরযোগ্য। তাই নিসা এথনোগ্রাফীতে যদিও নিসার বয়ান ছিল কিন্তু নারীবাদী নৃবিজ্ঞানী তার সর্ম্পকে লিখেছে, তাই লেখার ক্ষমতা দ্বারা তা পরিমার্জন করা হয়েছে (Leonora, 1997) । শসতাক অনেক ডায়ালগ তুলে ধরেন, কিু শেষপর্য টেক্সট এর উপরে তার যে নিয়ন্ত্রণ, তা এটিকে মনোলোগে পরিবর্তিত করেছে। টেক্সটের ভেতরে মনোলগিক্যাল দিকই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তিনি বারবার নিসা যৌনজীবনের আলোচনা নিয়ে এসেছেন, যা অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক, অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে । তাই এহেন সমস্যাযুক্ত রচনা নারীর জন্য কতটা সহায়ক তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

৫. শেষ কথা

নারীবাদী পদ্ধতিমালা কি হতে পারে, কিভাবে নারীর নিপীড়নকে বোঝা যাবে, কিভাবে নিপীড়িত নারীর অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা সম্ভব, তা নিয়ে নারীবাদীরা নিরন নানা পদ্ধতি অন্বেষণ করেছেন, পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীর স্বর বোঝার চেষ্টা করেছেন। নারীর স্বরকে তুলে ধরার একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তারা উত্তরাধুনিক ধারার এথনোগ্রাফী পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেন, যেখানে নারীর নিপীড়ন ও জীবন অভিজ্ঞতা উন্মোচনে নারীর বয়ানকে গুরুত্ব দেয়া হয়। যদিও অনেকে এই পদ্ধতির ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা হয় মারজারি শসতাক রচিত নিসা এথনোগ্রাফীটি নারীর স্বরের ভিত্তিতে রচিত। সেখানে তিনি !কুং সমাজকে ঝুঝতে নারীর বয়ান গুরুত্ব দেন। তিনি নারীর দৃষ্টিতে তাদের সমাজের নারীর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি নারীকে কেন্দ্রে স্থাপন করেন ও তার এথনোগ্রাফীটি প্রকাশও করেন। কিন্তু তার বইটি কতটা নারীর দৃষ্টিভঙ্গিকে, নারীর বয়ানকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে, সেটি নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। কারণ নিসার বয়ানকে কেটে ছেটে সাজিয়ে শসতাকই পরিবেশন করেছেন। সেখানে শসতাকের জিজ্ঞাসার জায়গাগুলো তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। আমেরিকান নারী বনাম এতিহ্যবাহী নারী এই বিষয়টির মাঝেই তিনি আবর্তিত হয়েছেন। নারীবাদী হিসেবে তার আকাঙখা, প্রতিষ্ঠান ও প্রজেক্টের চাহিদা সবকিছুই তার গ্রন্থে সংকুলান করা হয়েছে। তাই প্রথাগত এথনোগ্রাফির সমালোচনা করে গবেষিত জনগোষ্ঠীর উপর জোর দিয়ে রচিত এই এথনোগ্রাফীও সেই সমালোচনা মাঝেই পড়েছে। নারীবাদী যে কর্মপরিকল্পনা সেখানে তাত্ত্বিকভাবে নীচ থেকে নারীর অভিজ্ঞতা, নারীর স্বরকে তুলে ধরার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হলেও দেখা যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও চাহিদা অনুযায়ী নারীর স্বর সাজানো হয়ে থাকে । তবে একসময় সমাজবিজ্ঞানীদের কাজে নারীর স্বর ও নারীর অভিজ্ঞতাই যেখানে উপেক্ষিত ছিল, সে দিকগুলো নারীবাদীদের উদ্যোগে তাদের কাজে যুক্ত হয়েছে। নারীর অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য নানা পদ্ধতির অন্বেষণ করা হয়েছে, পরিমার্জন করা হয়েছে। তারপরও নারীর স্বর তুলে আনা ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা সমস্যা। শসতাকের অনেক সমালোচনা রয়েছে ঠিকই কিন্তু তার এথনোগ্রাফীতে নারী তথ্যদাতাই গুরুত্ব পেয়েছে নারীর বিশ্ববিক্ষা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এথনোগ্রাফারের যে কেন্দ্রীয় অবস্থান সেটি থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছেন। যদিও তিনি এখানে পুরোপুরি সফল হয়নি। তারপরও এটি গ্রন্থকর্ত্রী ধারণাকে ভঙ্গ করতে চেয়েছেন (Clifford,1980)। সেই দিকগুলো বিবেচনা করলে এটি নারী বয়ান তুলে ধরার ক্ষেত্রে একটি যাত্রা বলা চলে। তবে নারী যে হোমোজেনাস ক্যাটাগরি নয়, খোদ এক নারীর রয়েছেন বিভিন্ন সত্তা তাই একজন নারীকে দিয়ে পুরো সমাজ বোঝা সংকটই বলা যায়। তাই নারীর অভিজ্ঞতা বুঝতে যে নারীর স্বর শোনা হয়, সেই নারীর আদল কি? কোন প্রেক্ষিতে তার বয়ান শোনা হয়, কেন তার বয়ান শোনা হয়, তার বয়ান কিভাবে জ্ঞান পরিসরে বা লড়াই এর পাটাতনে উচ্চারিত হয়, এ বিষয়সমুহ সর্ম্পকে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

তথ্যপঞ্জী

Abu- Lughod, Lila, 1990, Can there be Feminist Ethnography? In Women and Performance: A Journal of Feminist Theory, Vol, 5, No.25.pp7-27

Bell, Daine, 1993, Yes, Virginia, There is a Feminist Ethnography. In Diane Bell, Pat

Caplan and Wazir Jahan Karim(eds) Gendered Fields: Women, men and ethnography, London.

Clifford, James, 1980, Review of *Orientalism*, *History and Theory*, 19:204-223 , p. 208.

Clifford, James, 1983, On Ethnographic Authority, *Representations*1(2):118-146..

Dumont, Jean-Paul, 1978, *The Headman and I: Ambiguity and Ambivalence in the Fieldworking Experience*, Austin: University of Texas Press, pp. 60-61

Harding, Sandra,1987, Introduction: Is There a Feminist Method? InSandra Harding (eds) Feminism and Methodolgy, America: Indiana University Press

Leonora, Elsie, 1997, Writing around the Bushman: The ! Kung: Anthropolgy and Feminism *alternation.ukzn.ac.za/index.php/.../8.../13-volume-4-number-1-199..*

Roberts, Cathy,1989, Women and Rape, Newyork, Harvester Wheatsheaf.

Shostak, Marjorie, 1981, Nisa: The Life and Words of a !Kung Woman, New York, Vintage Books A division of Random House.

Stacey, Judith,1988, Can there be a Feminist Ethnography? In Women's Studies International Forum, vol,1,pp21-27

Tyler, Stephen, 1990, A Post-Modern Ethnography: From Document of the Occult to Occult Document, p. 125. In *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*